রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ২৯, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৩ কার্তিক, ১৪৩০ মোতাবেক ২৯ অক্টোবর, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ১৩ কার্তিক, ১৪৩০ মোতাবেক ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-৫৮/২০২৩

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহপূরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের কতিপয় শব্দের সংশোধন**।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এ ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে ইহার সর্বত্র উল্লিখিত "মহিলা", "মহিলাকে", "মহিলার", "মহিলাগণের", "মহিলাদের" শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে, "নারী", "নারীকে", "নারীর", "নারীগণের", "নারীদের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(জ) মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত নহে এইরূপ ছাত্রাবাস বা মেস, হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান অলাভজনক কিনা সে বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক যাচাই করিতে পারিবেন;"।

৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১-ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১ক) ও (১খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১ক) **"অক্ষমতাজনিত ছুটি"** অর্থ পঞ্চম তফসিলের চতুর্থ কলামে বর্ণিত সময় তবে, এই অক্ষমতা ৩ (তিন) দিনের নিম্নে হইবে না;

(১খ) **"আংশিক অক্ষমতা"** অর্থ যেক্ষেত্রে অক্ষমতা অস্থায়ী প্রকৃতির, এইরূপ অক্ষমতা যাহা যে দুর্ঘটনার কারণে তাহার অক্ষমতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঘটিবার সময় তিনি যে কাজে নিয়োজিত ছিলেন তৎসম্পর্কে তাহার উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং যেক্ষেত্রে অক্ষমতা স্থায়ী প্রকৃতির, এইরূপ অক্ষমতা যাহা উক্ত সময়ে তিনি যে সকল কাজ করিতে পারিতেন তাহার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তাহার উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস করে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম তফসিলে উল্লিখিত প্রত্যেক জখম স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা সৃষ্টি করে বলিয়া গণ্য হইবে;";

(খ) দফা (৮ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮ক) "**কৃষি শ্রমিক**" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি দৈনিক, মাসিক অথবা বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদনের চুক্তিতে মজুরির বিনিময়ে কৃষিকর্ম করেন অথবা কৃষিখামারে নিযুক্ত থাকেন;";

(গ) দফা (৮ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৮খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮খ) "**কৃষি খামার**" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি এবং পশুপালন হয় এইরূপ খামার বা কারখানা বা প্রতিষ্ঠান;";

(ঘ) দফা (১৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৯ক) "**দুর্ঘটনা**" অর্থ পেশাগত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে অথবা কর্মক্ষেত্রের বাহিরে আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোনো কারণে শারীরিক জখম বা মানসিক আঘাত বা প্রাণহানি;";

(ঙ) দফা (২৫) এর পর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৫) **"নিষ্পত্তি"** অর্থ কোনো সালিসী কার্যধারায় উপনীত নিষ্পত্তি বা আপোষনামা যাহা মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সালিসী কার্যধারা ছাড়াও মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সম্পাদিত এইরূপ কোনো চুক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা লিখিত এবং উভয় পক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত হয় এবং যাহার অনুলিপি মহাপরিচালক এবং সালিসের নিকট প্রেরণ করা হয়;";

(চ) দফা (৩০) এর উপ-দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মৃত্যুর সময় তাহার আয়ের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী, মাতা, পিতা, পালক/ দত্তক সন্তান, বিধবা কন্যা, নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিত বা বিধবা ভগ্নি, বিধবা পুত্রবধু, মৃত পুত্রের নাবালক সন্তান, মৃত কন্যার নাবালক সন্তান, যদি তাহার পিতা জীবিত না থাকেন, অথবা, যদি মৃত শ্রমিকের মাতা বা পিতা জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে তাহার দাদা ও দাদী, এবং আজীবন পোষ্য হিজড়া (তৃতীয় লিঙ্গ) এবং বিবাহ বহির্ভূত পুত্র, বিবাহ বহির্ভূত কুমারী ও বিধবা কন্যা এবং তাহাদের নাবালক পুত্র-কন্যা অর্থাৎ নাতি-নাতনি;";

(ছ) দফা (৩৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৪) **"প্রসূতি কল্যাণ"** অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন কোনো নারী শ্রমিককে তাহার প্রসূতি হওয়ার কারণে প্রদেয় ছুটিসহ সুবিধা;";

(জ) দফা (৪০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪০) **"বাগান"** অর্থ কোনো এলাকা যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রাবার, কফি, চা, ফুল, সবজি ইত্যাদি উৎপাদন অথবা সংরক্ষণ করা হয় এবং, মজুরির বিনিময়ে ৫ (পাঁচ) জন বা ইহার অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদন কার্য পরিচালনাকারী প্রত্যেক কৃষি খামারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে তবে, রাষ্ট্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত পরীক্ষা বা গবেষণা খামার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;";

(ঝ) দফা (৪২ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪২ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪২ক) **"বিশেষজ্ঞ"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট শ্রম সেক্টরের মালিক অথবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কিংবা যাহার শ্রম ও শিল্প বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা শ্রমিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;";

(ঞ) দফা (৪৯) এর উপ-দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা প্রধান নির্বাহী বা উহার ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;";

(ট) দফা (৪৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪৯ক) **"মাস"** অর্থ খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জির মাস;";

(ঠ) দফা (৬১) এর উপ-দফা (ট) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ট) জাহাজ ভাঙ্গা (ship breaking), জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (recycling);"।

৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "নব্বই দিনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিদর্শক আদেশ প্রদান না করিলে, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, কোনো ব্যক্তি, সরকারের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্ত আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে; এতদ্‌বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কোন শ্রমিককে শিক্ষাধীন শ্রমিক বলা হইবে যদি অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধীন কোন প্রতিষ্ঠানে তাহার নিয়োগ প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে হয় এবং প্রশিক্ষণকালে তাহাকে ভাতা প্রদান করা হয়।"।

৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) যদি কাজ বন্ধের মেয়াদ ৩ (তিন) কর্মদিবসের অধিক হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে লে-অফ করা হইবে এবং তাহাদেরকে ধারা ১৬ এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।"।

৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে "এক বৎসর", "ছয় মাস" এবং "মজুরি" গণনা**।—(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, কোন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী ১২ (বারো) পঞ্জিকা মাসে বাস্তবে অন্তত ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) দিন বা ৬ (ছয়) পঞ্জিকা মাসে বাস্তবে অন্তত ১২০ (একশত বিশ) দিন কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যথাক্রমে, ১ (এক) বৎসর বা ৬ (ছয়) মাস উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন শ্রমিকের বাস্তবে কাজ করিবার দিন গণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত দিনগুলিও গণনা করা হইবে, যথা:—

(ক) তাহার লে-অফের দিনগুলি;

(খ) অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে মজুরিসহ বা বিনা মজুরিতে ছুটির দিনগুলি;

(গ) বৈধ ধর্মঘট অথবা অবৈধ লক-আউটের কারণে কর্মহীন দিনগুলি;

(ঘ) নারী শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে, অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি।

(৩) ধারা ১৯, ২০ অথবা ২৩ এর অধীন ক্ষতিপূরণ অথবা ধারা ২২, ২৩, ২৬ অথবা ২৭ এর অধীন মজুরি হিসাবের উদ্দেশ্যে "মজুরি" বলিতে কোন শ্রমিকের ছাটাই, বরখাস্ত, অপসারণ, ডিসচার্জ, অবসর গ্রহণ বা চাকুরীর অবসানের পূর্ববর্তী সর্বশেষ মাসিক মূল মজুরি, এবং মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তবর্তী মজুরি, যদি থাকে, এর গড় বুঝাইবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যে ক্ষেত্রে বদলি বা সাময়িক শ্রমিক নহেন এইরূপ কোন শ্রমিককে লে-অফ করা হয়, যাহার নাম কোন প্রতিষ্ঠানের লে-অফ-এর শ্রমিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং যিনি মালিকের অধীন অন্তত ১ (এক) বৎসর চাকুরী সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা হইলে মালিক তাহাকে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত তাহার লে-অফের সকল দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) যে বদলি শ্রমিকের নাম কোন প্রতিষ্ঠানের লে-অফ এর শ্রমিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তিনি এই ধারার প্রয়োজনে বদলি বলিয়া গণ্য হইবেন না যদি তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ১(এক) বৎসর চাকুরী সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন।";

(গ) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) যদি কোন পঞ্জিকা বৎসরে কোন শ্রমিককে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের অধিক সময়ের জন্য লে-অফ করা হয়, এবং উক্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পর লে-অফের সময় যদি আরও ১৫ (পনেরো) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বর্ধিত হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রমিককে, শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে, পরবর্তী প্রত্যেক ১৫ (পনেরো) বা তদূর্ধ্ব দিনসমূহের লে-অফের জন্য উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।";

(ঙ) উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত হইবে।

১০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৭। **লে-অফকৃত শ্রমিকগণের রেজিস্টার**।—কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণকে লে-অফ করা সত্ত্বেও মালিককে তাহাদের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং স্বাভাবিক কর্মসময়ে লে-অফকৃত শ্রমিকগণের মধ্যে যাহারা কাজের জন্য হাজিরা দিবেন, তাহাদের নাম উহাতে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, লে-অফকালীন অন্য কোনভাবে শ্রমিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বা শ্রমিক রেজিস্টারের বাহিরের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা যাইবে না।"।

১১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন শ্রমিককে, কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়িত শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে চাকুরী হইতে ডিসচার্জ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্মকালীন দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগের কারণে কোন শ্রমিক তাহার বর্তমান কাজে অক্ষম হইলে, তাহার ডিসচার্জের পাওনা পরিশোধপূর্বক মালিক, শ্রমিকের সম্মতিক্রমে, তাহাকে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করিতে পারিবেন।"।

১২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "শাস্তির পদ্ধতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "অভিযোগ দাখিল, তদন্তের পদ্ধতি এবং শাস্তির পদ্ধতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।"।

১৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩) এ দুইবার উল্লিখিত "ত্রিশ" শব্দের পরিবর্তে "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "বিধি-নিষেধ" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "সুরক্ষা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৫। **কতিপয় ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের কর্মে নিয়োগ নিষেধ**।— (১) কোন মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে সজ্ঞানে কোন নারীকে তাহার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোন কাজ করাইতে পারিবেন না বা কোন নারী উক্ত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন মালিক কোন নারীকে এইরূপ কোন কাজ করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবেন না যাহা কষ্টকর বা শ্রম-সাধ্য অথবা যাহার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় অথবা যাহা তাহার জন্য হানিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি—

(ক) তাহার এই বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, অথবা যদি নারী শ্রমিক তাহাকে অবহিত করিয়া থাকেন যে, ১০ (দশ) সপ্তাহের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসব করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(খ) মালিকের জানা মতে, নারী শ্রমিক পূর্ববর্তী ১০ (দশ) সপ্তাহের মধ্যে সন্তান প্রসব করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, চা-বাগান শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চা বাগানের চিকিৎসক কর্তৃক যতদিন পর্যন্ত সক্ষমতার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত নারী শ্রমিক হালকা ধরনের কাজ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কাজ যতদিন তিনি করিবেন ততদিন তিনি উক্ত কাজের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে নির্ধারিত হারে মজুরি পাইবেন, যাহা প্রসূতি কল্যাণ ভাতার অতিরিক্ত হিসাবে প্রদেয় হইবে।"।

১৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৬। **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার এবং প্রদানের দায়িত্ব**।— (১) প্রত্যেক প্রসূতি তাহার মালিকের নিকট হইতে তাহার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন ২১ (একুশ) দিনসহ সর্বমোট ১২০(একশত বিশ) দিনের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন, এবং তাহার মালিক তাহাকে এই সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রসূতি উক্তরূপ সুবিধা পাইবেন না যদি না তিনি তাহার মালিকের অধীন তাহার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন ৬(ছয়) মাস কাজ করিয়া থাকেন।

(২) কোন প্রসূতিকে উক্তরূপ সুবিধা প্রদেয় হইবে না যদি তাহার সন্তান প্রসবের সময় তাহার ২ (দুই) বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে তবে, এইক্ষেত্রে তিনি কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইলে উহা পাইবেন।"।

১৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন প্রসূতি এই আইনের অধীন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইলে তিনি তাহার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ এবং কখন তিনি ছুটিতে যাইতে ইচ্ছুক তাহা উল্লেখপূর্বক যে কোন দিন মালিককে লিখিত বা মৌখিকভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত নোটিশে তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সুবিধা যিনি গ্রহণ করিবেন তাহার নামও উল্লেখ থাকিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মহিলা" শব্দের পরিবর্তে "প্রসূতি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর মালিক সংশ্লিষ্ট প্রসূতিকে নিম্নবর্ণিতভাবে ছুটি মঞ্জুর করিবে—

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে, প্রসূতি যেদিন হইতে ছুটিতে যাইতে ইচ্ছুক সেইদিন হইতে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে, সন্তান প্রসবের দিনসহ সন্তান প্রসবের পরবর্তী দিনসমূহের জন্য:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রসূতি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান প্রসবের আগে বা পরে কম-বেশি ছুটি নিতে পারিবেন, যাহা প্রসবের আগে বা পরে মিলাইয়া মোট ১২০ (একশত বিশ) দিনের অধিক হইবে না এবং সম্ভাব্য প্রসবের পূর্ববর্তী ছুটি অন্যূন ২১ (একুশ) দিন হইবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোন মালিক সংশ্লিষ্ট প্রসূতির ইচ্ছানুযায়ী নিম্নবর্ণিত যেকোন পন্থায় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করিবেন, যথা:—

(ক) যেক্ষেত্রে কোন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের নিকট হইতে এই মর্মে প্রাপ্ত প্রত্যয়ন পত্র পেশ করা হয় যে, প্রসূতির সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রসূতি সন্তান প্রসবের কতদিন পূর্বে ছুটিতে যাইবেন তাহাও উল্লেখ করিবেন, মালিক উক্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির পর প্রসূতি কর্তৃক ছুটিতে যাইবার পূর্ববর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ৬০ (ষাট) দিনের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করিবেন, এবং প্রসূতির সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অবশিষ্ট ৬০ (ষাট) দিনের সুবিধা প্রদান করিবেন;

(খ) মালিকের নিকট সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করিবার পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সন্তান প্রসবের তারিখসহ উহার পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট) দিনের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করিবেন, এবং উক্ত প্রমাণ পেশের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের সুবিধা প্রদান করিবেন;

(গ) যদি কোনো প্রসূতি মালিককে নোটিশ প্রদানের পূর্বেই সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করিবার পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসহ প্রসবের দিনসহ প্রসব পরবর্তী মোট ১২০ (একশত বিশ) দিনের ছুটি মঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন যে প্রসূতি কল্যাণ বা উহার কোন অংশ প্রদান সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ কোন প্রমাণ কোন প্রসূতি তাহার সন্তান প্রসবের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পেশ না করিলে তিনি এই সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রসূতি কল্যাণ ছুটিতে যাইবার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কোন নারী শ্রমিকের গর্ভপাত ঘটিলে তিনি প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবেন না, তবে স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা ভোগ করিতে পারিবেন।"।

১৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৮। **প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ**।— (১) এই অধ্যায়ের অধীন যে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদেয় হইবে উহা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পন্থায় গণনা করিয়া দৈনিক, সাপ্তাহিক বা, ক্ষেত্রমত, মাসিক, গড় মজুরি হারে সম্পূর্ণ নগদে বা ব্যাংক হিসাবে বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে (ইএফটি) প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, দৈনিক গড় মজুরি গণনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রসূতি কর্তৃক তাহার সর্বশেষ মাসিক প্রাপ্য মোট মজুরিকে ২৬ (ছাব্বিশ) দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।

(৩) এই অধায়ের অধীন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রসূতি ছুটিকালীন মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে।"।

১৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "মহিলার" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই অধ্যায়ের অধীন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কোন প্রসূতি সন্তান প্রসবকালে অথবা উহার পরবর্তী মঞ্জুরকৃত ছুটির সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলে মালিক, শিশু জীবিত থাকিলে শিশুর তত্ত্বাবধান গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা শিশু জীবিত না থাকিলে এই অধ্যায়ের অধীন প্রসূতির মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকিলে মৃত নারীর আইনগত প্রতিনিধিকে উক্তরূপ সুবিধা প্রদান করিবেন।"।

২০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫০। **কতিপয় ক্ষেত্রে নারীর চাকুরীর অবসানে বাধা**।—যদি কোন নারী শ্রমিকের সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ৬ (ছয়) মাস এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী প্রসূতিকালীন ছুটির মেয়াদের মধ্যে তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসচার্জ, বরখাস্ত বা অপসারণ করিবার জন্য অথবা তাহার চাকুরী অন্যভাবে অবসানের জন্য মালিক কোন নোটিশ বা আদেশ প্রদান করেন, এবং যদি উক্তরূপ নোটিশ বা আদেশ প্রদানের যথেষ্ট কারণ না থাকে, তাহা হইলে এই নোটিশ বা আদেশ প্রদান না করা হইলে এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট নারী যে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইতেন, উহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না।"।

২১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যদি কোন প্রতিষ্ঠানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যাহাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয়, অথবা যদি কোন প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিকাণ্ড, সবেগে পানি প্রবেশ বা ধুম্র উদগীরণ ঘটে, তাহা হইলে মালিক পরিদর্শককে ও মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রম অধিদপ্তরের উক্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে তদ্‌সম্পর্কে নোটিশ মারফত অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত ঘটনা সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিবার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সরকার, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, থানা, প্রয়োজনে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস অথবা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে অবহিত করিবে।"।

২২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮১। **কতিপয় বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ**।—যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে, উহাতে কোন শারীরিক জখম হউক বা না হউক, মালিক পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে তদ্‌সম্পর্কে নোটিশ দ্বারা পরিদর্শককে ও মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রম অধিদপ্তরের উক্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।"।

২৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যেক্ষেত্রে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত ব্যাধি দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শ্রমিক আক্রান্ত হন, সেইক্ষেত্রে মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও সময়ের মধ্যে, তৎসম্পর্কে পরিদর্শককে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত রেজিস্টারে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।"।

২৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) যদি পরিদর্শকের মতে, কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তা আশু বিপদের সম্মুখীন প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে তিনি সংশিষ্ট মালিককে তাহার মতের কারণ বর্ণনা করিয়া, বিপদ অপসারিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার কোন অংশ ব্যবহার নিষিদ্ধসহ সংশ্লিষ্ট অংশে কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা যাবে না মর্মে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উক্ত বিপদ অপসারণের কাজে নিযুক্ত থাকিলে তৎসম্পর্কে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ সম্পর্কে পরিদর্শক তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন, এবং সংশ্লিষ্ট মালিককে এই রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে অবহিত করিবেন।"।

২৫। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১০৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০৪ এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে উৎসব ছুটির আগে বা পরে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিয়া উক্ত সাপ্তাহিক ছুটি উৎসব ছুটির সহিত যোগ করিয়া ভোগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কাজের জন্য কোনো অধিকাল ভাতা প্রদেয় হইবে না।"।

২৬। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১১৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত প্রসূতিকালীন ছুটি;"।

২৭। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১১৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের অধীন কোন শ্রমিককে মঞ্জুরকৃত ছুটি বা নগদায়নের জন্য প্রদেয় মজুরি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গণনা করিতে হইবে।"।

২৮। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১২৪ক এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১২৪ক এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত "মহাপরিদর্শক" শব্দের পরিবর্তে "মহাপরিচালক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৭৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৭৯ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই অধ্যায়ের অধীন শ্রমিকগণের কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের অধিকারী হইবে না, যদি না যে প্রতিষ্ঠানে উহা গঠিত হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যা ৩ (তিন) হাজার পর্যন্ত হইলে শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ এবং ৩ (তিন) হাজার এর অধিক হইলে শতকরা ১৫ (পনেরো) ভাগ উহার সদস্য হন:

তবে শর্ত থাকে যে, একই মালিকের অধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি একই শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে একে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহারা যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৩০। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্যরা ইচ্ছা পোষণ করিলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মোট কর্মকর্তার শতকরা ১০ (দশ) ভাগকে নির্বাচিত করিতে পারিবেন, যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নহেন।"।

৩১। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৮৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮৩ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "ত্রিশ" শব্দের পরিবর্তে "২০ (বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩২। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৮৫। **নাবিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ।**—(১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সমুদ্রগামী জাহাজে সাধারণত কর্মরত থাকেন এইরূপ বাংলাদেশি নাবিকগণ যথা, অফিসার ও রেটিংস, তাহাদের স্ব-স্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অফিসার ও রেটিংসদের স্ব-স্ব ইউনিয়ন যৌথ দর কষাকষি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(২) নাবিক হিসাবে চাকুরি বা কাজ করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।"।

৩৩। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ১৮৫ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮৫ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৮৫ক। **বন্দর কর্তৃপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ।**— (১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বন্দর কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীগণ তাহাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(২) বন্দর কর্তৃপক্ষে নিযুক্ত কর্মচারীগণ তাহাদের স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষে কেবল একটি করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, বন্দর ব্যবহারকারী, বার্থ অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগ পত্রসহ কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ সমষ্টিগতভাবে স্ব-স্ব বন্দরে কেবল একটি করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(৪) বন্দর কর্তৃপক্ষে শ্রমিক নিয়োগকারী মালিকগণ স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষে সমষ্টিগতভাবে কেবল একটি করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(৫) কোন শ্রমিক বা কর্মচারী উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি বন্দর ব্যবহারকারী, বার্থ-অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ১(এক) বৎসর অধিককাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিযুক্ত থাকেন; এবং

(খ) তাহার শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে নিযুক্তির কোন নিয়োগ পত্র থাকে।

(৬) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রবর্তনের সময়, কোন বন্দরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত না হইয়া থাকিলে, এই আইন কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, অথবা এই ধারার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সরকার কর্তৃক কোন বন্দর প্রতিষ্ঠা করা হইলে, উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, উক্ত বন্দরে এই ধারার বিধান অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে।

(৭) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জনস্বার্থে,—

(ক) এই ধারার অধীন গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যেকোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) ধারা ১৯০ এর অধীন যেকোন ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"বন্দর কর্তৃপক্ষ"** অর্থ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত অন্য কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ।"।

৩৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের প্রত্যেক সংশোধন, উহার কর্মকর্তার প্রত্যেক পরিবর্তন, এবং উহার নাম ও ঠিকানার পরিবর্তন উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তনের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অথবা হাতে হাতে নোটিশ প্রদান করিয়া মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে, এবং মহাপরিচালক নোটিশ প্রাপ্তির পর, উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন এই আইন এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী হইলে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণপূর্বক সঙ্গে সঙ্গে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধিকে এবং মালিককে তাহার অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পরিবর্তনের বিষয়ে বিরোধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।"।

৩৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৯৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ট) ধারা ১৮৭ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোন কর্মকর্তাকে বদলি করিবেন না; অথবা"।

৩৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর উপ-ধারা (২৪) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) ধারা ২১১ এর বিধান অনুযায়ী ধর্মঘটের নোটিশ প্রদানের এবং উহা ঘোষণা করিবার;"।

৩৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ক এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০২ক এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণ পদ্ধতি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রণয়ন করিবেন।"।

৩৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২০৮। **অংশগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন**।—(১) অংশগ্রহণকারী কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি কোন কারণে মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করিতে কোন কারণে অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিতে হইবে, এবং উহা যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৩৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে নূতন ধারা ২১৮ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২১৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২১৮ক। **সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি হাইকোর্টে বিভাগের ক্ষেত্রে যেরূপে প্রযোজ্য হয়, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও সেইরূপে প্রযোজ্য হইবে।"।

৪০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে সরকার, উক্ত সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত সুবিধাভোগীদের জন্য শ্রমিক ও মালিকের সমন্বয়ে সেক্টরভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি করিয়া তহবিল গঠন, তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন, অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি এবং তহবিলের অর্থের ব্যবহারের বিধানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে, বিধি দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিবে। কেন্দ্রীয় তহবিল একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে ইতোপূর্বে নিয়োগকৃত এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিবে"।

৪১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) কোম্পানীর যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য এবং যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটি কোনোটিই না থাকিলে, কোম্পানির শ্রমিকগণ কর্তৃক তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সদস্য; এবং"।

৪২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৪২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) প্রত্যেক বৎসর অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থ সমান অনুপাতে সকল সুবিধাভোগীগণের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।"।

৪৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৬৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৬৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন;";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান ও" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "দশ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "১৫ (পনেরো) হাজার" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "২০ (বিশ) হাজার" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (চচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(চচ) শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম প্রশাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং শ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ;"।

৪৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩২৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩২৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ছছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;";

(খ) দফা (ছছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছছ) শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে;";

(গ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।"।

৪৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে ধারা ৩৪৫ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৪৫ক। **শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ**।—কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী) নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করা যাইবে না।"।

৪৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সরকার, শ্রমিকগণের ও মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ, সাধারণ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) জন শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহ্বান করা হইলে উক্তরূপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিবেন।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে এবং দেশের শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০২৩ পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ০৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় এবং গত ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে।

যেহেতু, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহার বাস্তবায়ন এবং দেশের শ্রমমান উন্নত করা আবশ্যক সেহেতু "বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) বিল ২০২৩" মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হইল।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd